বক্তৃতা-আলোচনার আগে যা লক্ষ্যণীয়

১। বিষয় নির্ধারণ করা	৪। শুদ্ধ উচ্চারণ	৭। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ
২। স্বর নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ	৫। সময়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব	৮। আই কন্ট্রাক্ট
৩। স্বাভাবিক থাকা	৬। অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও কথা পরিহার করা	৯। পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝা।

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته- نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد!

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ

উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, দক্ষ উপস্থাপক, বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী, স্বাগত অতিথিবৃন্দ ও আমার প্রাণপ্রিয় সাথী ভাইয়েরা, সকলকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা।

প্রিয় সুধী, আজকের আলোচ্য বিষয় 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ । সময়ের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতটুকু সম্ভব আলোকপাত করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ!

প্রিয় উপস্থিতি, আজ যখন আমরা পতন-পচন আর ক্ষয়ের ভয়াল অতলে লীন হতে চলেছি তখন রুগ্ন এ পৃথিবীকে সুস্থ করে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজের যুব সম্প্রদায়কে সবল ও সুস্থ করে তোলা। যার উত্তম মডেল ও নমুনা হলো হযরত রাসূলে কারীম সা. এর বিভাময় জীবনাদর্শ।

সম্মানিত হাযিরীন, হযরত রাসূলে কারীম সা. এমন এক সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে যখন গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল হত্যা, অনৈতিকতা, অরাজকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা, দাসপ্রথা, নারী নির্যাতন, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, জুয়াখেলা, মদপান, দেবপূজা, ইন্দ্রীয়পূজা, গোত্রপ্রীতি, গোত্রসংঘাত, সন্ত্রাস, লুটতরাজ তথা সর্বপ্রকার নির্লজ্জতা আর অশান্তির চরমে উপনীত যাকে আমরা চরম বর্বরতার যুগ বলে জানি। যার করুণ দৃশ্য স্মৃতির মনিকোঠায় ভেসে উঠলে আজও তনুমন স্পন্দিত হয় তীব্রভাবে। মনুষ্যত্ববিবর্জিত অধঃপতিত জাতির গ্লানিকর পাশবিক কর্মকান্ড তখন অভিশপ্ত ইবলিসকেও হার মানিয়েছিলো। এমন বিভীষিকাময় তপ্তশোকার্ত বিশ্বের আমূল পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে নবুওয়াতি ধারার পরিসমাপ্তিতে আগমন করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবপ্রসূন ফখরে দু'আলম, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদীনা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.। মাত্র তেইশ বছরে একটি অসভ্য, বর্বর, নিগৃহীত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত জাতিকে চরিত্র, সভ্যতা আর আদর্শের সর্বোচ্চ শিখরে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন।

প্রিয় উপস্থিতি, কোন সেই অলৌকিক শক্তি, কোন সেই যিয়নকাঠি? যেই অলৌকিক শক্তির বলে যেই যিয়নকাঠির যাদুস্পর্শে এমন অসাধ্যকে সাধন করা হয়েছিলো? হ্যাঁ, সেই অলৌকিক শক্তির নাম, সেই যিয়নকাঠির নাম মহাগ্রন্থ আলকুরআন ও সুন্নাতে রাসূল সা.। হযরত রাসূলে কারীম সা. স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন :

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنه رسوله

যতদিন পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে তোমরা শক্তভাবে ধারণ করবে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। পৃথিবীর কোন পরাশক্তি তোমাদের অবদমিত করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না।

আলেমের পরিচয়

উপস্থিত মাননীয় সভাপতি, পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী, বিদগ্ধ উপস্থাপক ও উপস্থিত ছাত্র ভাইয়েরা, সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

প্রিয় সুধী, আজকের আলোচ্য বিষয়, 'আলেমের পরিচয়'। সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতটুকু সম্ভব আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব ইনশাআল্লাহ !

প্রিয় শ্রোতা,আলেমের পরিচয় দিতে গিয়ে হযরত রাসূলে কারীম সা. বলেছেন, العلماء ورثة الأنبياء
"আলেমগণ হলেন নবী রাসূলের উত্তরাধিকারী"।

তিনি এও বলেছেন, " إن الأنبياءَ لم يورِّثوا دينارًا ولادرهمًا ولكنهم ورَّثوا العلم "! "নবী-রাসূলগণ অর্থ-সম্পত্তির বিত্ত-বৈভবের উত্তরাধিকার রেখে যান না, ঐশী জ্ঞানের উত্তরাধিকার রেখে যান"।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কোন সেই ইলম যার ধারক বাহক ও অধিকারীদের নবীর উত্তরাধিকারীর আভাময় অভিধায় অভিহিত করা হয়? কী তার রূপ, কী তার প্রকৃতি? কী তার অনন্য বৈশিষ্ট্য? হ্যাঁ সে অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথায় বিধৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং এভাবে, انما يخشي الله من عباده العلماء "নিশ্চয় আলেমগণই আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভয় করে"।

এটা সেই জ্ঞান যা মানুষকে সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা থেকে ফিরিয়ে এনে সৃষ্ট বস্তুর সামনে মাথানত করতে শেখায়। এটা সেই জ্ঞান মানুষকে অবিনশ্বর জগতের উপর নশ্বর ও ভঙ্গুর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে শেখায়। এটা সেই জ্ঞান নয় যা মানুষের কাছে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির বদলে সৃষ্টির সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য ও মুখ্য করে তোলে ।

প্রকৃত ইলম এমন এক বিদ্যাভান্ডার যা সত্যান্বেষী যেকোন মানব সম্প্রদায়কে যুক্ত করে দেয় মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেমময় বন্ধনে। এটা সেই জ্ঞান যা সৃষ্টির শত চমকের উপর দাঁড়িয়ে গায়তে শেখায় মহান মালিকের স্তুতি। এটা সেই জ্ঞান যেটা বস্তুজগতের সকল অহংকারের উর্ধ্বে তুলে ধরে মানুষের শির। এটা সেই জ্ঞান যেই জ্ঞান নশর এ বসুন্ধরার সকল বিত্ত-বৈভরের ললাটে পদাঘাত করে মাথা ঠেকাতে শেখায় মহান আল্লাহ তায়ালার সমীপে। যে জ্ঞান মানুষের শির উঁচু করেছে, মানুষের চিন্তা দর্শনকে করেছে উর্ধ্বমুখী। যে জ্ঞান মানুষের জীবনধারাকে করেছে আনৎ পতসমাজ থেকে আলাদা ।

সম্মানিত উপস্থিতি, একটি বিষয় আজ স্পষ্ট হওয়া চাই, নবীর উত্তরাধিকারী একজন আলেমকে শুধু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মচর্চা করলে হবে না। পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় অনুশাসন কার্যকর ও পালনীয় করার জন্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। অন্যায়-অপরাধ আর নৈরাজ্যের ধ্বংসাত্মক প্লাবনে প্লাবিত সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। দিশেহারা জাতিকে সত্য-সুন্দর কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভূলুণ্ঠিত হবে, ঈমানী চেতনা লুপ্ত হবে, আমলের পরিবেশে বিনষ্ট হবে আর আলেমগণ সাগর তীরের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে এটা কখনোই হতে পারে না।

اينقص الدينُ وأنا حي "আমি জীবিত থাকব আর দীনের অঙ্গহানী হবে এটা কখনোই হতে পারে না" ।

সিদ্দিকী এই জযবা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে অন্যায়, অপরাধ আর যাবতীয় কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো। এই শিক্ষা ও চেতনার কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর কণ্ঠে। আফসোস! তবু কি ঘুম ভাঙ্গবে না আমাদের আলেম সমাজের?

ভেঙে ফেল আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ / দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ
ছিঁড়ে ফেল আয়েশি রাতের মখমল অবসাদ / নতুন পানিতে পাল খুলে দাও হে মাঝি সিন্দাবাদ ।